বৈশ্বিক গার্মেন্টস শিল্পে বাচার মতো মজুরি অর্জনের এক নতুন কৌশল

ইউনিয়নসমূহ, শ্রম কেন্দ্র, এনজিও এবং অন্যান্য সমমনা সমর্থকগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ জোট আইনতভাবে বাধ্যতামূলক এবং প্রয়োগযোগ্য মজুরি চুক্তির জন্য একটি প্রস্তাব তৈরি করা এবং অগ্রগতি সাধনের নিমিত্তে একত্রিত হয়েছে । এবং আপনার সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতা প্রত্যাশা করছে।

আমরা যে পোশাকটি পরিধান করি তা বিশ্বজুড়ে কয়েক মিলিয়ন শ্রমিকের দ্বারা তৈরি, যাদের বেশিরভাগই নারী শ্রমিক, যাদের উর্পাজিত মজুরি তাদের মৌলিক চাহিদা মেটাতে মারাত্মকভাবে অপ্রতুল। উপ-দারিদ্র্য মজুরি বৈশ্বিক পোশাক শিল্পের একটি স্বীকৃত বৈশিষ্ট, যা শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের জন্য মারাত্মক পরিণতি তৈরি করেছে। শ্রমিকরা তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর প্রচেষ্টায় মরিয়া হয়ে দীর্ঘ সময় কাজ করতে বাধ্য হয়। শ্রমিক এবং তাদের পরিবার প্রায়শই অপুষ্টির শিকার হয় এবং তাদের বাচ্চাদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে না। অনেকেই পরিচ্ছন্ন আবাসন এবং সুপেয় পানি পায় না। শ্রমিকরা প্রায়শই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার জন্য ব্যাক্তি পর্যায়ে অথবা দোকান থেকে উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে থাকেন। বিশ্বায়নের সুফল, পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের দারিদ্র্য থেকে মুক্তির পথ হিসাবে কাজ না করে, ঋণ এবং হতাশার চক্রে আটকে রাখে।

এই বিষয়গুলো নিছক কোন দুর্ঘটনা নয় - এ সব কিছুই সরবরাহ শৃংখলের শীর্ষে থাকা ব্যান্ডস এবং খুচরা বিক্রেতাদের ক্রয় পদ্ধতি, স্বল্প খরচে অধিক মুনাফা লাভের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফল । গার্মেন্টস কর্পোরেশনগুলি বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন কারখানার একটি বিস্তৃত এবং চিরচেনা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পণ্য আউটসোস করে, এবং সরবরাহকারীদের মধ্যে দাম এবং বিতরণের সময় নিয়ে প্রতিযোগিতা করতে বাধ্য করে একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয়। যথাযথ ক্রয়াদেশ বজায় রাখতে সরবরাহকারী কারখানাগুলো পণ্যের দাম যথাসম্ভব কম রাখার উপায় হিসেবে তারা শ্রমমানকে উপেক্ষা করে এবং শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবীকে অগ্রাহ্য করে। এছাড়া, সরকার সব সময় অন্ধভাবে বিদেশী মূলধনকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে শ্রমিকের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় মজুরি স্তরের তুলনায় বিধিবদ্ধ ন্যূনতম মজুরি অনেক কম নির্ধারণ করার চেষ্টা করে । যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও শ্রম অধিকারের লঙ্ঘন। এই প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে ব্র্যান্ডগুলির সোর্সিং মডেল সরবরাহকারী এবং সরকারকে পুরস্কৃত করে সরাসরি এই নীতি বর্জিত কাজ করতে উৎসাহ দেয়। এমনকি, ভালো কাজ করতে উদ্যোগী ব্যক্তিদের জন্য অন্যায়ভাবে শাস্তির বিধান করে।

কার্যত, সকল পোশাক উৎপাদনকারী দেশগুলোতে সরকার (ইইউভুক্ত দেশসহ) এমন একটি নূন্যতম মজুরি স্তর নির্ধারণ করে, যা শ্রমিকের বাঁচার মত মজুরির তুলনায় প্রায় এক তৃতীয়াংশ কম হয় ।
এর অর্থ হচ্ছে , এই দেশগুলির ইউনিয়নসমূহ যদি নিয়োগকর্তাদের সাথে মোটামুটি দরকষাকষিরও সুযোগ পায়, তবে মজুরির একটি সুবিধাজনক স্তর ধরে সফল দর কষাকষির মাধ্যমে যে পরিমাণ মজুরি বৃদ্ধি পাবে, তা বাঁচার মত মজুরির তুলনায় কমই থাকবে।

বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষ আজ তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য সুসংগঠিত হচ্ছে বিধায়, গ্রাহক এবং কর্মীরা এই কঠোর বাস্তবতা সম্পর্কে জানতে পেরেছে, এবং ব্র্যান্ডস এবং খুচরা বিক্রেতাদের পক্ষ্য থেকে পরিবর্তনের দাবিতে আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। ব্র্যান্ড এবং খুচরা বিক্রেতারা তাদের ভাবমূর্তিকে সুরক্ষিত করার জন্য তথাকথিত ব্যবসায়িক সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) নামে একটি প্রোগ্রাম তৈরি করেছে। এই প্রোগ্রাম শুধুমাত্র ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে তৈরি বিধিবিধানের একটি প্রচেষ্টা, যা শ্রমিকদের জন্য দৃশ্যমান কোন উন্নতি সাধন করতে পারেনি। বরং, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যকেই প্রাধান্য দিয়েছে। সিএসআরের এই প্রোগ্রামগুলিতে শ্রমমান প্রতিনিয়ত উপেক্ষিত হচ্ছে। যদিও, ব্র্যান্ডরাই প্রথম তাদের আচরণবিধিতে বাচাঁর মত মজুরির অধিকারের বিষয়টিকে যুক্ত করেছিল, তারপরও শ্রমিকের প্রজন্মের পর প্রজন্ম দারিদ্র্যে দুষ্ট চক্রে আটকে রয়েছে। তবে, অনেক কর্পোরেশন ভোক্তাদের বাচাঁর মত মজুরির দাবীর ব্যাপারে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। এমনকি তারা একই সাথে

সরবরাহকারীদের দাম কমিয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত চাপ দিয়েছে। ব্র্যান্ডগুলোর এই দ্বৈত আচরণে এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি প্রকাশ পায় যে: যদি ভোক্তাএবং শ্রমিকরা পরিবর্তন চায়, তবে ব্র্যান্ডগুলি সেই দাবিকে গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়।

নাগরিক সমাজ সংস্থা, বিনিয়োগকারী এবং এমনকি বিভিন্ন দেশের সরকার ব্র্যান্ডসদের জাতিসংঘের ব্যবসায় ও মানবাধিকারের কাঠামোর অধীনে সরবরাহ শৃঙ্খলে থাকা শ্রমিকদের বাচাঁর মত মজুরির অধিকারকে সম্মান করার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। শ্রমিকদের বাচাঁর মত মজুরির সম পরিমাণ সংবিধিবদ্ধ মজুরি নির্ধারণ করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব অথবা সদ্ ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এটি মূলত মানবাধিকরার রক্ষার অন্যতম উপাদান হিসেবে জাতীয় আইন এবং বিধি বিধানে উল্লিখিত বিষয়। বিগত দশকে, বিভিন্ন গবেষক এবং বিশেষজ্ঞগণ বাচাঁর মত মজুরির বেশ কয়েকটি মানদণ্ড তৈরি করেছেন। অনেক দেশের ইউনিয়নসমূহ বাচাঁর মত মজুরির জন্য সুস্পষ্ট কিছু দাবিও তৈরি করেছেন। এশিয়ার ট্রেড ইউনিয়নসমূহ এশিয়া ফ্লোর ওয়েজ নামে একটি মজুরি কাঠামো তৈরি করে ব্র্যান্ডসদের মাধ্যমে সংবিধিবদ্ধ ন্যূনতম মজুরি এবং বাচাঁর মত মজুরির মধ্যে যে ব্যবধান তা পরিশোধের দাবি জানায়। সংবিধিবদ্ধ ন্যূনতম মজুরি এবং বাচাঁর মত মজুরির মধ্যে ব্যবধান কমানোর অন্যতম উপায় হিসেবে বিবেচনা করে এই প্রস্তাবনাটি করা হয়।

এখন সময় এসেছে, ব্র্যান্ডসদের জন্য যারা অর্থের জোগান তৈরি করে দিচ্ছে তাদের জন্য অর্থ প্রদান করার। সমাধানটি সহজ: সংবিধিবদ্ধ ন্যূনতম মজুরি এবং বাচাঁর মত মজুরির মধ্যে ব্যবধান কমানোর জন্য কেরর্পোরেশনগুলোকে তাদের সরবরাহকারীদের জন্য বাড়তি মূল্য প্রদান করতে হবে যাতে তারা শ্রমিকদের বাচাঁর মত মজুরি প্রদানে সক্ষম হয়। এই বাড়তি মূল্য যাতে বাড়তি মজুরিতে রুপান্তিত হয় এ বিষয়ে শ্রমিকদের সুসংগঠিত হওয়া এবং দরকষাকষির অধিকার রয়েছে। ব্র্যান্ডসগুলোর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাধ্যতামূলক হতে হবে কারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিশ্রুতি কখনো কোন পরিবর্তন আনতে পারে না।

গত দুই বছরের অধিক সময় ধরে ক্লিন ক্লথস ক্যাম্পেইন, এশিয়া ফ্লোর ওয়েজ অ্যালায়েন্স এবং শ্রমিক সংগঠিত সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি নেটওয়ার্ক, ইউনিয়ন, অ্যাডভোকেসি গ্রুপ, এনজিও এবং অন্যান্য সমমনা সংগঠনসমূহের একটি বৃহৎ জোট, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে একটি সুস্পষ্ট দাবি তৈরির জন্য একত্রিত হয়েছে।

ব্র্যান্ডগুলো তাদের দেওয়া প্রতিটি অর্ডারের সাথে সাথে বাচাঁর মত মজুরি প্রদানের জন্য ভূমিকা রাখতে হবে। বাচাঁর মত মজুরিতে ভূমিকা রাখার ভিত্তি হবে ২ টি: ১) উৎপাদনকারী দেশগুলোর সংবিধিবদ্ধ ন্যূনতম মজুরি এবং আনুমানিক বাচাঁর মত মজুরির মধ্যে গড় ব্যবধান; এবং ২) পোশাক কারখানার শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত ব্যয়ের গড় শতাংশ। সরবরাহকারীকে বাচাঁর মত মজুরি প্রদান করবে ব্র্যান্ডস, এবং তারপর এই মজুরি সরবরাহকারীদের মাধ্যমে বিতরণ করা হবে, সকল শ্রমিক সমানভাবে এই মজুরি পাবে এবং পে-স্লিপে ইহা লিপিবদ্ধ থাকবে। যেখানে স্বতন্ত্র ইউনিয়ন বিদ্যমান থাকবে সেখানে সরবরাহকারীরা অবশ্যই বাচাঁর মত মজুরি প্রদানের বিষয়ে ইউনিয়নের সাথে সরাসরি পৃথক চুক্তির জন্য আলোচনা করতে বাধ্য করা হবে। কোন নির্দিষ্ট দেশকে শাস্তি দেওয়া থেকে এড়াতে যে দেশ থেকে কোন ব্র্যান্ড সসিং করছে, প্রতিটি দেশেই বাচাঁর মত মজুরি প্রদানের বিষয়টি প্রযোজ্য হবে।

ব্র্যান্ডসদের বাচাঁর মত মজুরি প্রদানের অবদান এবং শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণের সামগ্রিক বিষয়টি স্বাক্ষরকারীরা পর্যবেক্ষণ করবেন। তারা এই উদ্দেশ্যে একটি স্বাধীন তৃতীয় পক্ষের সহযোগিতা নিতে পারেন। শ্রমিকরা যাতে ২৪ ঘন্টা এই বিধান লঙ্ঘনের ব্যাপারে অভিযোগ করতে পারে এমন একটি ব্যবস্থা থাকতে হবে।

স্বেচ্ছাসেবামূলক আচরণবিধি থেকে ভিন্ন, প্রোগ্রামটি তৃণমূল পর্যায়ের ইউনিয়ন, শ্রম অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন গ্রুপ এবং ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে আইনী বাধ্যতামূলক চুক্তির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। এই চুক্তিতে সংগঠিত হবার অধিকারের সুরক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকবে, তাছাড়া, শ্রমিকরা যাতে স্বাধীনভাবে কথা বলতে সক্ষম হয় এ বিষয়টিও নিশ্চিত করা করা হবে। স্বাক্ষরকারী ব্র্যান্ডগুলো যদি শ্রমিকদের বাচাঁর মত মজুরি প্রদান না করে অথবা মনিটরিং সংস্থার দ্বারা সংগঠিত হবার অধিকার লঙ্ঘনের নির্ধারিত প্রতিকার ব্যবস্থাকে মেনে চলতে ব্যর্থ হয়, তবে সরবরাহকারী কারখানার সাথে তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দেয়া হবে। এ প্রবিধানের অর্থ হচ্ছে ব্যান্ডগুলো যাতে তাদের প্রতিশ্রুতিকে গুরুত্ব দেয় নতুবা আইনি পদক্ষেপের মুখোমুখি হতে হবে।
এই প্রক্রিয়াটি ব্যান্ডসদের জন্য প্রয়োগযোগ্য চুক্তি (ইবিএ) এবং শ্রমিক পরিচালিত সামাজিক দায়বদ্ধতার (ডাব্লিউএসআর) একটি কাঠামো হিসাবে বিবেচিত হবে। বাংলাদেশে অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি এবং ফেয়ার ফুড প্রোগ্রাম দ্বারা নির্ধারিত এই পদ্ধতি সরবরাহ শৃঙ্খলে থাকা শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও জীবনযাত্রার

মান উন্নয়নের অন্যতম সফল প্রক্রিয়ার হিসেবে বিবেচিত। এ অর্জন পোশাক শিল্পে স্বল্প মজুরি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের একটি বাস্তবিক প্রতিশ্রুতি।

তৃণমূল পর্যায়ের ইউনিয়নগুলি তাদের নিজস্ব প্রতিনিধিদের এ চুক্তিতে আলোচনার জন্য মনোনয়ন করবে, স্বাক্ষর করবে এবং পাশাপাশি, নাগরিক সমাজ সংগঠনগুলি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার সময় সাক্ষী হিসাবে কাজ করবে । এবং অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদনের মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে। এ চুক্তির মাধ্যমে ব্র্যান্ডসগুলো মানবাধিকারের লঙ্ঘনের ঝুঁকি নিরসন এবং প্রয়োজনীয় প্রতিকার প্রদানে সক্ষম হবে।

এটি একটি সুদূর প্রসারী প্রস্তাব। আমাদের জোট এই নতুন প্রক্রিয়ার বিষয়ে অবিগতির জন্য একটি পাবলিক ওয়েবসাইট চালু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমরা জানি, ব্র্যান্ড এবং খুচরা বিক্রেতারা তাদের লাভের একটি ক্ষুদ্র অংশ ছাড়তে নানা রকম তালবাহানা করবে। গার্মেন্টস শিল্পে এত বড় পরিবর্তন আনা খুব সহজ বা দ্রুত হবে না । এ পথ চলতে বাধা আসবে। আমরা যদি সফল হই, তবে এই প্রস্তাবটি পোশাক শিল্পের জন্য একটি মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিক দারিদ্র্যের হাত থেকে রক্ষার জন্য মুক্তির একটি পথ তৈরি খুজে পাবে। শ্রমিকদের এখন বাচাঁর মত মজুরি দরকার। আমরা আশা করি, আপনি আমাদের সাথে যোগদান করবেন।